দীর্ঘকাল ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত-প্রেস
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৭৫ ইং 11th Dec. 1964 | ২৯শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লি
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এই তো খেলার দিন—
ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন।
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

॥ বিমাতার মার ॥

—০—

পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের যেন সপত্নী পুত্র। মহামতি গোখেল বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালা আজ যাহা চিন্তা করে, ভারত তাহা আগামী কাল চিন্তা করিবে।' আমরা ইহার সঙ্গে আরও একটু বলিয়া দিতে পারি। বাঙ্গালী আজ যে আশঙ্কা করিতেছে, কল্যই তাহা কেন্দ্র সরকারের কাজে রূপ লাভ করিবে। হায় মহামতি গোখেল, স্বাধীনত্তোর দিন-গুলিতে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান হাল দেখিবার জন্য আপনার এই সময় জীবিত থাকার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল দেখার যে, যে বাঙ্গালী সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা উদ্‌বুদ্ধ করার বিষয়ে ছিল পুরোধা, যাহার জন্য ভারতবর্ষ পৃথিবীর দরবারে পাইয়া আসিয়াছে বিশিষ্ট আসন, সেই বাঙ্গালী আজ কেন্দ্র-পতিদের চাপে ভাতে-প্রাণে মার খাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশঃ ধীর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত।

উত্তরবঙ্গের ব্যাপক বিধ্বংসী বন্যায় হতভাগ্য জনগণ কেন্দ্রের দাক্ষিণ্যের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দিন গণিতেছিল। কর্ত্তা ব্যক্তিরা আসিলেন। গালভরা আশ্বাসবাণী শুনাইয়া হেলিকপটারে উড়িয়া গেলেন। প্রপেলারের সৃষ্ট ঘূর্ণি হাওয়ায় আশ্বাসও বুঝি উড়িয়া গেল। বহু বিলম্বে সমীক্ষক দল তদারকি করিতে উত্তরবঙ্গে পাড়ি দিলেন। ফলাও প্রচার চলিল। পর্বত মূষিক প্রসব করিল। বন্যাপীড়িত অঞ্চলের মাত্র খানিকটা অংশ এই দল দেখিয়া গেলেন। ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইবে রিপোর্ট, যাহার পর কতটা কি দেওয়া যায়, তাহার আঁক কষাকষি চলিবে। টাকা দিতে কেন্দ্রের যদি এতই গড়িমসি স্পষ্ট জানাইয়া দেওয়া ভাল ছিল যে, দুর্গতির জন্য ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গকেই করিতে হইবে। কেন্দ্রের দ্বার পশ্চিমবঙ্গেতর অন্যান্য প্রদেশের জন্য উন্মুক্ত। মানুষের দুর্ভাগ্য লইয়া এমন তামাসা করা বোধ হয়, বর্ত্তমান যুগের কোন চেতনা সম্পন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে দেখা যাইবে না। বন্যার পর দুই মাস চলিয়া গেল; টাকার বরাদ্দ কত হইবে—ইহা আজিও যদি স্থির না হয় ক্ষতি কি? মরুক না উত্তরবঙ্গবাসী তীব্র শীতে। আর তাহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য আরও পিষ্ট করুক। সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতির খেলাপ ত হয় নাই।

এ ধারে চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনার গয়া-গঙ্গা হইতেছে। এই রাজ্য কেন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছিল কলিকাতা উন্নয়নের জন্য ৪০ কোটি টাকাসহ ৫৮৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মহলের সে প্রার্থনা না-মঞ্জুর হইয়াছে। কেন্দ্র ২০০—২৪৫ কোটি টাকা পর্যন্ত দিতে পারিবেন শুনা গেল। তাই প্ল্যান পালটাইতে হইতেছে। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনার জন্য কত অর্থ দিবেন, তাহা 'দেবাঃন জানন্তি'; কিন্তু ইহা ঠিক যে, সে অঙ্কের সহিত আরও প্রায় তত অঙ্কের টাকা রাজ্য সরকারকে স্বচেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া যোগ করিতে হইবে। ফলশ্রুতি নূতন কর বসান।

কলিকাতার উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্ত্তাব্যক্তি-উদ্গীত একটি নীরস বাণী। নীরস এই জন্য যে, ইহা কথায় চিঁড়া ভিজাইবার সামিল। কারণ রূঢ় বাস্তব বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতের শিল্প, ব্যাঙ্কের লেনদেনের কাজ, আমদানী ও রপ্তানী প্রভৃতির জন্য যে কলিকাতা শহর ও বন্দরের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র আজ পর্যন্ত যাহা খরচ করিয়াছেন - তাহা দেশবাসীর জানা দরকার। এমন কি আমদানীর কোটা পশ্চিমবঙ্গের ভাগ হইতে মহারাষ্ট্রের ভাগে পড়িতেছে বেশী। কেন্দ্রের বিমাতার দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি নানাভাবে মার খাইতেছে।

সুতরাং বাঙ্গালীর আজ ভাবিবার সময় আসিয়াছে। তাহার কাজে কর্মে চাই নিষ্ঠা ও সততা। বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে প্রত্যেক বাঙ্গালীর আজ এই পাঠ লওয়া দরকার যে, বাঙ্গালার বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বাঙ্গালার। ইহার নাম উগ্র প্রাদেশিকতা নয়, বাঁচার দাবী বিমাতার মার হইতে।

হর্ষ বর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

কেন্দ্রীয় সরকার এম, এস, সি, দলের ভারত সফরের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। —অলিম্পিক হকির পর ও? ন্যাড়া আর বেলতলায় যায়?

* *

গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প পরিদর্শনরত ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ শিলাইদহের কুঠিবাড়ি দেখতে গিয়ে নিরাশ হয়েছেন। কারণ লঞ্চটি পদ্মায় ডুবুডুবু হচ্ছিল। —পাক প্রভুদের মত মা পদ্মাও ভারত সন্তানদের নাকানিচোবানি করতে চেয়েছিলেন।

* *

কেরোসিন ও পেট্রল সঙ্কটে ভাবনার কথা। ট্রাম-বাসেরা তাও রেহাই পায়নি।

* *

শ্রীজুলফিকার অ্যলি ভুট্টো গ্রেপ্তার হয়েছেন। জনান্তিকে শোনা গেল—জুলফি (পি)—কারআলি (কোড়ালি)? ভূত্‌তো! ('ট' স্থানে 'ত')।

* *

'সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ ঘুরে এসে শ্রীঘোষ অভিযোগ তুলেছেন যে পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারী পর্যায়ে কোনও চিন্তাই শুরু হয়নি'—সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি।

—যাক, শ্রীঘোষ এবারে চিন্তা শুরু করলেন।

কংগ্রেসী বাঘা নেতা অতুল্য ঘোষ,
বন্যাত্রাণ কাজে কত আফশোস;
সরকারী চালে তাঁর প্রচণ্ড রোষ।

* *

মিঃ ভুট্টোর 'পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ইন পাকিস্তান' বইখানি পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। —পাকিস্তান এখন ইন সিচুয়েশন এবং তা' পলিটিক্যালই।

একই দিনে জঙ্গিপুর মহকুমায় সাতটি অগভীর নলকূপ স্থাপন

গত ৫ই নভেম্বর সাগরদীঘি ব্লকের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের সাতজন প্রগতিশীল চাষী আপন আপন জমিতে একটি করে অগভীর নলকূপ সংস্থাপন করেছেন। নলকূপগুলি উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জেলার মুখ্যকৃষি আধিকারিক শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সাতটি অগভীর নলকূপ নিয়ে সাগরদীঘি ব্লকে মোট তেরটি অগভীর নলকূপ রূপায়িত হলো।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে ডাঙ্গাপাড়ায় কৃষি ও সেচের উপর ছায়াচিত্রের আয়োজন করেন ক্ষেত্রতথ্য সংস্থার সহযোগিতায় জঙ্গিপুরের মহকুমা তথ্য আধিকারিক।

তাছাড়া গত ৬ই নভেম্বর ১নং সুতি ব্লকের আহিরণ গ্রামের শ্রীপঙ্কজকুমার সাহা নিজ জমিতে একটি অগভীর নলকূপ স্থাপন করেছেন। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রী দাশগুপ্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ নলকূপটি উদ্বোধন করেন। জঙ্গিপুর মহকুমায় এ পর্য্যন্ত মোট পঁচিশটি অগভীর নলকূপ রূপায়িত হলো।

—জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য দপ্তর

বন্যার্ত্তদের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমাবাসীর দান

জঙ্গিপুর মহকুমাবাসীর নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ ১০৩১২·৩৩ পয়সা জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত উত্তরবঙ্গের বন্যাক্লিষ্ট জনগণের জন্য সম্প্রতি জেলা সমাহর্তার নিকট অর্পণ করেছেন তাছাড়াও জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক অফিসের কর্ম্মীর ডি, এল, রায়ের "শাজাহান" নাটক অভিনয় করে সাহায্যস্বরূপ সংগৃহীত ৩৫৫১·০০ টাকা মহকুমা-শাসক মহোদয়ের নিকট অর্পণ করেছেন।

মহকুমা-শাসক শ্রীদাশগুপ্ত উক্ত টাকাও বন্যা-ত্রাণের জন্য জেলা সমাহর্তার নিকট সম্প্রতি জমা দিয়েছেন।

—জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য দপ্তর

মফঃস্বলের ক্লাবগুলির সমস্যা

প্রথমেই আমরা দেখি যে ব্যায়ামাগারগুলি আছে তার জন্য উপযুক্ত স্থানের অভাব, যার জন্য ব্যায়ামীরা নিয়মিত অসুবিধা ভোগ করেন। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব, মফঃস্বলের ব্যায়ামাগারগুলোতে দেখা যায় সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যায়াম পদ্ধতি, সেখানে কেবলমাত্র ডন, প্যারালালবার ও মুগুর ভাঁজা হয়, তার প্রধান কারণ হলো পরিচালকমণ্ডলীর ব্যায়ামে উৎসাহের অভাব। যার জন্যে সেখানে ব্যায়ামের পরিবর্ত্তে তাস পাশার জমায়ৎ বহুল পরিমাণে হয়, তাছাড়া ব্যায়ামাগারে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। যদিও বা কোন ক্লাবে কিছু ভাল জিনিস শিখবার থাকে, তবুও মুগুর ভাঁজা ক্লাবের শিক্ষক সেই সমস্ত ক্লাবে শিখবার জন্য তাদের ছাত্রদের যেতে দেন না তার কারণ তাদের ফাঁকিবাজি এবং ব্যায়াম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছাত্রদের কাছে ধরা পড়ে যাবে। মফঃস্বলের প্রতিটি ক্লাবে দেখা যায় অনেকগুলি করে বিভাগ। টেবিল টেনিস থেকে আরম্ভ করে, ইনডোর গেম মায় থিয়েটার পর্য্যন্ত, এতগুলি জালে কর্মকর্ত্তারা আষ্টে-পিষ্টে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েন যে, জাল ছিঁড়ে ফেলে সাবলীল ভঙ্গিতে চলতে পারেন না। একেই অর্থাভাব তার উপর এতগুলি বিভাগ পুষতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে যেতে হয়। আর শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বিভাগগুলির কর্মতৎপরতা আশ্রয় করে লেটার প্যাডে এবং সব থেকে সহজসাধ্য আড্ডা ও তাস পাশার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। প্রত্যেক ক্লাব যদি কেবলমাত্র একটি বিভাগ নিয়েই গঠিত হয় তবে কেবলমাত্র সেই জিনিসের উপর যার শ্রদ্ধা আছে সেই রকম লোকেরাই সেখানে জড় হবে, তাতে কার কি পরিচালনার ক্ষেত্রে কি প্রচারের ক্ষেত্রে সবদিক দিয়েই সেই বিভাগের উন্নতি হবে। আমরা যদি লক্ষ্য করি তবে দেখব যে সব বিশেষ বিভাগে নামী প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের দেশে আছে সেখানে কেবল মাত্র এক রকমই বিভাগ আছে। যেমন ঘোষেস্ কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনে লোকে টেবিল টেনিস বা ফুটবল খেলতে যায় না, তেমনি মোহনবাগান ক্লাবে লোকে ব্যায়াম করতে যাবে না, তাই প্রতিটি ক্লাবকে হতে হবে মাত্র একটি জিনিসের উপর সন্তুষ্ট, তবেই ছোট ছোট ক্লাবগুলির উন্নতির আশা বলবৎ হবে।

প্রাপ্ত

মাননীয় 'জঙ্গিপুর সংবাদ'

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ তারিখের আপনার সংবাদ-পত্রের "সাজাহান" নাটকের সমালোচনা বড় ভাল লাগলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় জানাচ্ছি যে ঔরংজীবের ভূমিকায় শ্রীবিমল চক্রবর্ত্তী প্রথম দিন অভিনয় করার পর দ্বিতীয় দিন ২ সিন অভিনয়ের পর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তার স্থলে অন্য একজন শিল্পীকে নামাতে হয়।

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়,
পরিচালক

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জ থানার বাড়ালা গ্রামের রমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় এক শত বৎসর হইয়াছিল। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

রঘুনাথগঞ্জ 'বাণী প্রেসের' প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজপদ সরকার মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইতে শয্যাগত ছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার সম্পাদনায় "জঙ্গিপুর বাণী" পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বসত বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সাহেববাজারে মেন রাস্তার উপর কলেজ সন্নিকটবর্ত্তী ইলেক্‌ট্রিক লাইট সংযুক্ত ৪টি ঘর, পাতকুয়া, ইত্যাদি বিশিষ্ট একতালা পাকাবাড়ী বিক্রয় আছে। রবিবার ২৯শে ডিসেম্বর নীচের ঠিকানায় দেখা করুন।

শ্রীবিনয়কুমার ঘোষ
C/o. শ্রীঅভয়কুমার ঘোষ
সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।